নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

বিশেষ প্রতিবেদন

উত্তরবঙ্গের কৃষিতে ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ ঘোষণা

৭ শতাংশ সুদে বদলাতে পারে কৃষি অর্থনীতির চিত্র।

মোঃ মামুনুর রশীদ প্রকাশ: ১৭ অক্টোবর ২০২৬ ৪ মিনিট পাঠ



কৃষক থেকে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী-ঋণের আওতায় আসবেন উদ্যোক্তারাও, সম্ভাবনা বাড়বে সংরক্ষণ, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে উত্তরবঙ্গের কৃষি অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করা, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও বিপণনব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং কৃষিভিত্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ ঋণের সুদের হার হবে মাত্র ৭ শতাংশ। কৃষিকাজে সরাসরি নিয়োজিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারাও এ ঋণসুবিধার আওতায় আসবেন। গত সোমবার (১২ অক্টোবর) নাটোর টাউন হলে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ তথ্য

জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার। উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক হাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে এ সভার আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, পরিকল্পিতভাবে এ অর্থায়ন কার্যকর করা গেলে উত্তরবঙ্গের কৃষি খাতে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং কৃষক ও উদ্যোক্তাদের বাজারসংযোগ বাড়ানোর পথও প্রশস্ত হতে পারে। আলোচনা সভায় প্রাইম ব্যাংকের রাজশাহী আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হালিম জানান, সারা দেশে এ উদ্যোগের আওতায় মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকা।

তিনি আরও জানান, এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে দেশের ৩৯টি ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সংশ্লিষ্টরা ৭ শতাংশ সুদে জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। তবে ঋণ বিতরণের বিস্তারিত শর্ত, যোগ্যতার মানদণ্ড, আবেদনপ্রক্রিয়া ও পরিশোধের সময়সীমা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানা জরুরি। বিশেষ করে জামানতবিহীন ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকভেদে প্রযোজ্য শর্ত এবং ঋণ অনুমোদনের নিয়মাবলি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার বলেন, কৃষিকাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পাশাপাশি কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারাও এ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। অর্থাৎ কৃষির উৎপাদনপর্যায়ের বাইরেও কৃষিপণ্যকে বাজারজাত করার উপযোগী করে তোলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন উদ্যোগ এ অর্থায়নের আওতায় আসার সুযোগ পাবে। তিনি আরও বলেন, ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের জন্য সুযোগ থাকলেও ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। যাঁদের ঋণ দেওয়া হবে, তাঁরা নির্ধারিত উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যবহার করছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে হবে। এ বক্তব্যের তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কৃষি খাতে অর্থায়নের সুফল পেতে হলে শুধু ঋণ বিতরণ করলেই চলবে না; ঋণের অর্থ উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিপণ্যের অপচয় হ্রাস এবং বাজার সম্প্রসারণে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, সেটিও দেখতে হবে।

কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে নতুন সম্ভাবনা

উত্তরবঙ্গ বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের বহু মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়লেও যথাযথ সংরক্ষণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সুযোগ সীমিত থাকলে

কৃষক কাঙ্ক্ষিত মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। ফসল ঘরে তোলার পর দ্রুত বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া, সংরক্ষণের অভাবে পণ্য নষ্ট হওয়া, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা—এসব সমস্যা কৃষকের লাভের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। সহজ শর্তে অর্থায়ন পাওয়া গেলে কৃষক ও উদ্যোক্তারা এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিনিয়োগের সুযোগ পেতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো উদ্যোক্তা কৃষিপণ্য সংরক্ষণের উপযোগী গুদাম গড়ে তুলতে পারেন, কেউ পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা উন্নত করতে পারেন, আবার কেউ কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করে নতুন বাজারের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন। তবে এসব সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে ঋণের পাশাপাশি দক্ষ ব্যবস্থাপনা, বাজারের চাহিদা, উপযুক্ত প্রযুক্তি ও কার্যকর বিপণনব্যবস্থাও প্রয়োজন। নাটোর টাউন হলে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক হাব গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করা। এ ধরনের হাব গড়ে উঠলে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবহনসংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বাড়তে পারে। একটি কার্যকর কৃষিভিত্তিক হাবের মাধ্যমে উৎপাদন থেকে শুরু করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমকে একই অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় আনার সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে কৃষিপণ্যের সরবরাহব্যবস্থা আরও সুসংগঠিত হতে পারে এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হতে পারে। তবে এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ঋণ বিতরণের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের চাহিদা নিরূপণ, উপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা, উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং কৃষক ও বাজারের মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। আর ৩ হাজার কোটি টাকার ঋণ কার্যক্রম উত্তরবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির জন্য একটি সম্ভাবনাময় উদ্যোগ। তবে এর সাফল্য নির্ভর করবে ঋণ কত দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে বিতরণ করা হচ্ছে, প্রকৃত কৃষক ও যোগ্য উদ্যোক্তারা কতটা সহজে ঋণ পাচ্ছেন এবং অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে কি না—তার ওপর। বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষক ও নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য আবেদনপ্রক্রিয়া সহজ করা, ঋণের শর্ত স্পষ্টভাবে জানানো এবং ঋণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হলে এ উদ্যোগের সুফল আরও বিস্তৃত হতে পারে। পাশাপাশি ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা বিবেচনা করে অর্থায়ন নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ, যাতে উদ্যোক্তারা ঋণের বোঝায় না পড়ে টেকসইভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন। নাটোর টাউন হলে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাইম ব্যাংকের রাজশাহী আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হালিম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নাটোরের অতিরিক্ত

জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জান্নাত আরা ফেরদৌস, বাংলাদেশ ব্যাংকের রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালক নাজিম উদ্দিন এবং পূবালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক চৌধুরী আব্দুল ওয়াহিদ।